সহীহ সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত

ও

অনুবাদ শিক্ষা

ক্লাস-৭

দীর্ঘ স্বরবর্ণ
(হারাকাত তবীলাহ)

রিভিশন

দীর্ঘ স্বরবর্ণ
(হারাকাত তবীলাহ)

মাদের অক্ষর

মাদের অক্ষর ৩টি–

১. ا (আলিফ)

২. و (ওয়াও)

৩. ى(ইয়া)

এগুলো মাদের অক্ষর হওয়ার জন্য শর্ত ২টি–

১. স্বরবর্ণ (হারাকাত) ও স্বরধ্বনি মুক্ত হওয়া

যদি হারাকাত বা স্বরধ্বনিযুক্ত হয়, তবে মাদের অক্ষর হবে না

১) ফাতাহার (আ-কার) মাদের অক্ষর খালি আলিফ (ا)

২) কাসরার (ই-কার) মাদের অক্ষর খালি (ي) ও

৩) যম্মার (উ-কার) মাদের অক্ষর খালি (و) থাকতে হবে।

মনে রাখার উপায়

نُوحِيهَا

আরবি কুরআনে কোন কোন স্থানে এটিকে অক্ষরের উপর ফাতহার সাথে একটি ছোট আলিফ দিয়ে লিখা হয়

মাদের অক্ষর দুই হারাকাত (এক আলিফ) টেনে পড়তে হয়

আরবী স্বরবর্ণ ২ প্রকার–

১. হ্রস্ব স্বরবর্ণ (হারাকাত ক্বাসীরাহ)

২. দীর্ঘ স্বরবর্ণ (হারাকাত তবীলাহ)

দীর্ঘ স্বরবর্ণ
(হারাকাত ত্বীলাহ)

“ত্বীলাহ” অর্থ- লম্বা বা দীর্ঘ

দীর্ঘ স্বরবর্ণ (হারাকাত তবীলাহ) ৩টি–

১. ফাতহা ত্বীলাহ (ফাতহা দীর্ঘ স্বরবর্ণ)
২. কাসরা ত্বীলাহ (কাসরা দীর্ঘ স্বরবর্ণ)
৩. যম্মা ত্বীলাহ (যম্মা দীর্ঘ স্বরবর্ণ)

নাম		বাংলা প্রতিবর্ণ
১. ফাতহা ত্বীলাহ	মাদের আলিফ	আআ =াা
২. কাসরা ত্বীলাহ	মাদের ইয়া	ঈ =ী
৩. যম্মা ত্বীলাহ	মাদের ওয়াও	ঊ =ূ

ফাতহা ত্বীলাহ

(ফাতহা দীর্ঘ স্বরবর্ণ)

ফাতহা ক্বসীরাকে একটু দীর্ঘ করে টেনে পড়াই হলো “ফাতহা ত্বীলাহ” (দীর্ঘ আ-কার)

বাংলায় দীর্ঘ আ-কার লেখা হবে এভাবে– (া)

এ ধরণের ব্যবহার বাংলা ভাষাতে নেই

এটির জন্য শর্ত হলো– “মাফতূহ” তথা ফাতহাযুক্ত হরফের পরে মাদের খালি আলিফ (ا) থাকতে হবে

ফাতহা ত্বীলার উচ্চারণ বাংলা দীর্ঘ আ-কারের (াা) মত হবে

নাম			বাংলা প্রতিবর্ণ
দীর্ঘ স্বরবর্ণ (হারাকাত তবীলাহ)	ফাতহা ত্ববীলাহ	মাদের আলিফ	আআ = াা

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

LEARN THE QUR'AN

QUR'AN RESEARCH FOUNDATION

ফাতহা ত্ববীলাহ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
খ-	হা	জা	ছা	তা	বা	আ
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
স্ব-	শা	সা	জ্বা	র-	যা	দা

قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
ক্ব-	ফা	গ-	‘য়া	য-	ত্ব-	য-
يَا	هَـا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا
ইয়া	হা	ওয়া	না	মা	লা	কা

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

LEARN THE QUR'AN

QUR'AN RESEARCH FOUNDATION

ফাতহা ত্বীলাহ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বানান

অক্ষর	বানান	উচ্চারণ
ء	বাংলা : হামজা দীর্ঘ আ-কার (া)	ءَا (আা)
	আরবী : ء আলিফ ফাতহা	
ب	বাংলা : বা দীর্ঘ আ-কার (া)	بَا (বা)
	আরবী : ب আলিফ ফাতহা	

অক্ষর	বানান	উচ্চারণ
ت	বাংলা : তা দীর্ঘ আ-কার (া)	تَا(তা)
	আরবী : ت আলিফ ফাতহা	
ث	বাংলা : ছা দীর্ঘ আ-কার (া)	ثَا (ছা)
	আরবী : ث আলিফ ফাতহা	

অক্ষর	বানান	উচ্চারণ
ج	বাংলা : জা দীর্ঘ আ-কার (া)	جَا(জা)
	আরবী : ج আলিফ ফাতহা	
ح	বাংলা : হা দীর্ঘ আ-কার (া)	حَا(হা)
	আরবী : ح আলিফ ফাতহা	

অক্ষর	বানান	উচ্চারণ
خ	বাংলা : খ দীর্ঘ আ-কার (া)	خَا (খ-)
	আরবী : خ আলিফ ফাতহা	
د	বাংলা : দাল দীর্ঘ আ-কার (া)	دَا (দা)
	আরবী : د আলিফ ফাতহা	

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
খ-	হা	জা	ছা	তা	বা	আ
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
স্ব-	শা	সা	জ্বা	র-	যা	দা

قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
ক্ব-	ফা	গ-	‘য়া	য-	ত্ব-	য-
يَا	هَـا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا
ইয়া	হা	ওয়া	না	মা	লা	কা

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَاتِبٌ	কাতিবুন্	ذَاهِبٌ	যাহিবুন্

অনুশীলন

সুরা ফাতহ/৪৮ : ২৯

مُّحَمَّدٌ	رَّسُولُ	اللَّهِ	◌ۚ	وَالَّذِينَ	مَعَهُ	أَشِدَّاءُ
عَلَى	الْكُفَّارِ	رُحَمَاءُ	بَيْنَهُمْ	◌ۖ	تَرَاهُمْ	رُكَّعًا
سُجَّدًا	يَبْتَغُونَ	فَضْلًا	مِّنَ	اللَّهِ	وَ	رِضْوَانًا
◌ۖ	سِيمَاهُمْ	فِي	وُجُوهِهِم	مِّنْ	أَثَرِ	السُّجُودِ
◌ۚ	ذَٰلِكَ	مَثَلُهُمْ	فِي	التَّوْرَاةِ	◌ۚ	وَمَثَلُهُمْ
فِي	الْإِنجِيلِ	كَزَرْعٍ	أَخْرَجَ	شَطْأَهُ	فَآزَرَهُ	فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ	عَلَىٰ	سُوقِهِ	يُعْجِبُ	الزُّرَّاعَ	لِيَغِيظَ	بِهِمُ
الْكُفَّارَ	◌ۗ	وَعَدَ	اللَّهُ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ	مِنْهُم	مَّغْفِرَةً	وَأَجْرًا	عَظِيمًا		

[উর্দু-ফার্সীতে কোন কোন স্থানে মাদের আফিলের পরিবর্তে খাড়া যবর ব্যবহার করা হয়। আরবিতে এ ধরণের ব্যবহার নেই।]

কুরআনের অনুবাদ শেখা

রিভিশন

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

প্রথম ৩ আয়াত

أَعُوْذُ باللّه مِنَ الشَّيْطان الرَّجِيْمْ
আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

الْفَلَقِ	بِرَبِّ	أَعُوذُ	قُلْ
ঊষার	রবের নিকট	আমি আশ্রয় চাই	বল

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
বল, আমি আশ্রয় চাই ঊষার রবের নিকট

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

خَلَقَ	مَا	شَرِّ	مِنْ
তিনি সৃষ্টি করেছেন	যা	অনিষ্ট	থেকে

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

وَقَبَ	إِذَا	غَاسِقٍ	شَرِّ	مِنْ	وَ
তা গভীর হয়	যখন	অন্ধকার রাতের	অনিষ্ট	হতে	এবং

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়

ধন্যবাদ

مع السلامة